পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
৮ম সংখ্যা, পাপমোচনী একাদশী,
২৪শে মার্চ, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য
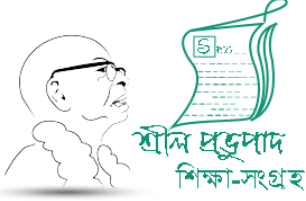
(দ্বিতীয় পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

***** ভাগবতের প্রামাণিকতা - চারটি দোষ থেকে মুক্ত** - শ্রীমদ্ভাগবত রচনা হয়েছিল কলিযুগ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্বে (আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে), এবং বুদ্ধদেব আর্বিভূত হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ২৬০০ বছর আগে। এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধদেবের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এমনই হচ্ছে এই অমল শাস্ত্রটির প্রামাণিকতা। এ রকম বহু ভবিষ্যদ্বাণী ভাগবতে রয়েছে এবং সেগুলি একের পর এক ফলপ্রসূ হচ্ছে। তার ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণপাটব-এই চারটি দোষ থেকে মুক্ত। মুক্ত পুরুষেরা এই সমস্ত দোষের অতীত, তাঁরা ভবিষ্যতকে দর্শন করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন এবং তা কখনও বিফল হয় না।

(ভাঃ ১.৩.২৪)

***** ভাগবত পূজা ভগবানের পূজারই সমতুল্য** - শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের এবং ইতিহাসের নির্মল এবং পূর্ণ বর্ণনা। তাতে পরমেশ্বর ভগবানের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। আমরা যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করি, ঠিক সেইভাবেই আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করা উচিত। তা যত্ন সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে পাঠ করার ফলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত সদ্গুরুর কাছ থেকে লাভ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সচিব শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উপদেশ দিয়ে গেছেন, যাঁরা জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষী তাঁরা যেন অবশ্যই ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করেন। ব্যক্তি-ভাগবত হচ্ছেন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে যে পারমার্থিক লাভ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও সেই একই ফল লাভ করা যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আশীর্বাদ বহন করে, যা তাঁর সান্নিধ্যে এলেই কেবল লাভ করা যায়। *(ভাঃ ১.৩.৪০)*

***** বেদ – ক্ষীর সমুদ্র; ভাগবত – মাখন; কিন্তু সর্প হতে সাবধান** – শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন লোকের ইতিহাস থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য বাছাই করে বর্ণিত হয়েছে। তাই সমস্ত মহাজনেরা তাকে মহাপুরাণ বলে স্বীকার করেছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভগবানের দিব্য লীলার সাথে যুক্ত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের শিরোমণি এবং তিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতকে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানরূপে বিবেচনা করে তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন একজন মহাজন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান বলে বিচার করে তিনি প্রথমে তা তাঁর মহান পুত্র-শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন। এই ভাগবতকে দুধের সার-স্বরূপ ননীর সাথে তুলনা করা হয়। বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে দুধের সমুদ্রের মতো। ননী বা মাখন হচ্ছে দুধের সব চাইতে উপাদেয় সারাতিসার। আর শ্রীমদ্ভাগবতও হচ্ছে তেমনই, কেন না তাতে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের অতি উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ প্রামাণিক সমস্ত লীলা বিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অবিশ্বাসী, নাস্তিক এবং পেশাদার পাঠকদের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী গ্রহণ করলে কোন লাভ হয় না। এই ভাগবত দান করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য তা করেননি। ভাগবত পাঠের অছিলায় অর্থ উপার্জন করে পরিবার প্রতিপালন করার প্রয়োজনীয়তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ছিল না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করা উচিত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আদর্শ প্রতিনিধির কাছ থেকে, যাঁকে অবশ্যই পরিবার প্রতিপালনের দায়মুক্ত সন্ন্যাসী হতে হবে। দুধ নিঃসন্দেহে অতি উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যকর, কিন্তু কোন সর্প যখন তা স্পর্শ করে তখন তা আর পুষ্টিকর আহারযোগ্য থাকে না; পক্ষান্তরে তা তখন ভয়ঙ্কর বিষে পরিণত হয়। তেমনই, যারা যথার্থ বৈষ্ণব-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নন, তারা যেন কখনই অর্থ উপার্জনের জন্য ভাগবত পাঠ করার ব্যবস্থা শুরু করে বহু শ্রোতার পারমার্থিক মৃত্যুর কারণ না হয়ে দাঁড়ান। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জানা, আর শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সংকলিত জ্ঞানরূপে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই তা হচ্ছে বেদের সারাতিসার এবং তাতে বিভিন্ন যুগে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত ইতিহাসের সারাতিসার।

(ভাঃ ১.৩.৪১)

***** সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ ভাষ্য** - যেমন কাঠ থেকে আগুনের প্রকাশ হয়, অথবা দুধ থেকে মাখন তৈরি হয়, তেমনই উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে পরমাত্মারূপে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ ভাষ্য। পারমার্থিক তত্ত্ব শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় এবং সেটিই হচ্ছে এই অপ্রাকৃত বিষয় জানবার একমাত্র পন্থা। অন্য আগুনের সংযোগে যেমন কাঠের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনিই দিব্য কৃপার প্রভাবে মানুষের দিব্য চেতনা প্রকাশিত হয়। দিব্য কৃপার মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব, এবং কাষ্ঠ সদৃশ জীবের মধ্যে তিনি সেই দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারেন পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে। তাই পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে সদ্গুরুর শরণাগত হতে হয় এবং তার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের অপ্রাকৃত স্থিতি উপলব্ধি করা যায়।

(ভাঃ ১.২.৩২)

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন ।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদ্গীতা ২.১১ – ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৬, নিউয়র্ক।

প্রভুপাদঃ তাই, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন, এই..., তিনি ভগবান রূপে স্বীকৃত। ভগবান অর্থ হলো কেউ তাঁর জ্ঞান অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ আমি ইতিমধ্যেই ভগবানের সংজ্ঞা প্রদান করেছি, যে ব্যক্তিত্ব পূর্ণ, সমগ্র বৈভবগুলি - সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ এবং সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র সৌন্দর্য এবং সমগ্র বৈরাগ্য - তিনি হচ্ছেন ভগবান। বোঝা গেল? তাই... এখন, এই, বর্তমান সময়ে, যখন মানুষ ভগবানকে বিশ্বাস করে না, আমি মনে করি, এই সংজ্ঞা বিশ্বাসযোগ্য হবে । যদি তোমরা এমন একজন ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাও যাঁর মধ্যে এই সব বৈভবগুলি পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে, তিনি হচ্ছেন ভগবান। তখন একজন সাধারণ মানুষকে ভগবান বলে উপস্থাপন করা খুব কঠিন হবে। বোঝা গেল? তোমরা এটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখতে পাবে, যখন অর্জুন বিশ্বাস করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান ... কিন্তু ভবিষ্যতে অন্যরা হয়ত শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সংশয় করবে, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন যে, "আপনি কি আমাকে আপনার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করবেন ?" আর শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হলেন এবং তাঁকে বিশ্বরূপ দেখালেন। যার অর্থ ভবিষ্যতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তথাকথিত কাউকে ভগবান বলে গ্রহণ করার পূর্বে, তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, "তুমি যে ভগবান সেজন্য কোনকিছু প্রদর্শন কর।" কোনকিছু প্রদর্শন ব্যতীত, কেবল ভ্রান্ত প্রচারের মাধ্যমে, কেউ ভগবান হতে পারে না। তাই সমস্ত ভ্রান্তিগুলি হচ্ছে যে আমরা জানি না ভগবান কি। আমরা মনে করি ভগবান হয়তো আমাদের মতোই একজন। না। তিনি হচ্ছেন ভগবান যিনি এমন বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করেন ... তিনি হতে পারেন না ... তিনি হচ্ছেন পরম চেতনাময়। এটিই হচ্ছে পরমচেতনা।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে (গীতা ২.১১) এখন এই সম্পূর্ণ জৈব অস্তিত্ব হচ্ছে খুব সুক্ষ্ম। এখন এই দেহ, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ নির্মিত এই দেহ, এই স্থূল দেহ; আর এর পেছনে আরেকটি সূক্ষ্ম দেহ রয়েছে। সেটি হচ্ছে মন, বুদ্ধি আর অহংকার। তাই যখন আমরা এই দেহ পরিত্যাগ করি, সেই সূক্ষ্ম দেহটি আমাকে অন্য একটি স্থূলদেহে নিয়ে চলে। তাই যখন এই, এই দেহটি প্রাণহীন, সেই দেহটি, সূক্ষ্ম দেহ, সেটি প্রাণহীন নয়। ঠিক যেরকম রাতের বেলা, যখন এই স্থুল দেহটি ঘুমন্ত, সূক্ষ্ম দেহটি ক্রিয়াশীল। সেজন্যই আমরা স্বপ্ন দেখি। তাই সূক্ষ্ম দেহ পরবর্তী জীবনে বহন করে নেয়। আর আমি ভূমিকাতে বলেছি যে, কিভাবে কোন ব্যক্তি তাঁর দেহ পরিবর্তন করে। **যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্** (গীতা ৮.৬)। এখন, এই সূক্ষ্ম দেহ, আমি বলতে চাচ্ছি, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার, যখন এই তিনটি জিনিস, অধ্যাত্মিক জীবন, কোন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন সেই মৃত ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে সেরকম কোন দেহ লাভ করে। সেটি আমরা দেখতে পাব যখন আমরা ভগবদ্গীতা অধ্যয়নে আরও প্রগতি করি। ঠিক যেরকম কোন গোলাপ ফুলের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু সেই ফুলের সৌরভ বহন করে, আর কোন দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু সেই স্থানের দুর্গন্ধ বহন করে – বায়ুটি হচ্ছে বিশুদ্ধ, কিন্তু যেহেতু তা কোন বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাই তা সেধরনের গন্ধ বহন করে – একইভাবে মন, বুদ্ধি এবং অহংকার আমাদের বর্তমান ক্রিয়াকলাপের গন্ধ বা স্বাদ পরবর্তী জীবনে বহন করে নিয়ে যায়। এটি হচ্ছে এক দেহ থেকে আরেক দেহে আত্মার দেহান্তরের সূক্ষ্ম রহস্য।এখন, যদি এই জীবনকে আমরা গোলাপের মত পবিত্র করি, তাহলে পরবর্তী জীবনে আমরা এমন একটি দেহ লাভ করতে পারব যা সুগন্ধে পরিপূর্ণ থাকবে। যদি, যদি, যদি এই জীবনে এই, যদি আমরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করি, তাহলে পরবর্তী জীবনে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করব। সেই চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু ... আমরা সেই লোকে স্থানান্তরিত হব। বোঝা গেল ? এগুলি হচ্ছে সাধারন ব্যাপার। পুরো ব্যাপারটি আমার হাতে রয়েছে। আমি যদি পতিত হতে চাই, তবে আমি আমাকে পরবর্তী জীবনের সেরকম পতিত অবস্থার জন্য প্রস্তুত করতে পারি। আর আমরা যদি আমাদের নিজেদেরকে জীবনের সর্বোচ্চ পূর্ণতায় উত্তোলন করতে চাই, ঠিক যেমন ভগবৎ-পার্ষদরূপে, তবে আমরা আমাদেরকে সেভাবে প্রস্তুত করতে পারি। তোমরা সামনের অধ্যায়গুলিতে দেখতে পাবে, যে **যান্তি দেবব্রতা দেবান পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ** (গীতা ৯.২৫)। এখন, আমরা চন্দ্রলোকে যাবার প্রয়াস করছি। এখন, এখানে, এই জীবনে, যদি নিজেদেরকে সেরকম চিন্তার অনুশীলন করি, চন্দ্রলোক... তার অর্থ হচ্ছে চন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক সম্বন্ধে, আমাদেরকে তাহলে শ্রবণ করতে হবে, আর আমাদেরকে মনে করতে হবে যে, "আমি এই এই জায়গায় যাব।" যতক্ষণ না তোমরা শ্রবণ করছ, তোমরা এখানে বাস করতে পারবে না। ঠিক যেমন আমাদের বন্ধু কোহেন মহাশয়, তিনি কেলিফোর্নিয়ার জন্য যাত্রা করেছেন। এখন, আমার সম্বন্ধে বলতে গেলে, কেলিফোর্নিয়া সম্বন্ধে আমার কোন ধারনা নেই। এখন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, সেখানে পৌঁছার পর তিনি সেই স্থানের বিবরণ দিয়ে আমাকে লিখে পাঠাবেন। এখন, মনেকর, যদি সেই স্থানের বিবরণ পাঠ করে আমি সেখানে গমন করতে চিন্তা করি, তবে আমি নিজেকে প্রস্তুত করি, "ওহ্, আমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে। তাই ঠিক যেভাবে আমি, আমি চিন্তামণি ধামের বর্ণনা করছিলাম (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫.২৯), সেখানে কি ধরনের বৃক্ষ রয়েছে। আর তোমরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলে যে, "আমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে।" তাই আমাদেরকে শ্রবণ করতে হবে। যদিনা আমরা শ্রবণ করি, ভগবান কি প্রকৃতির, ভগবানের ধাম কি প্রকৃতির, সেখানকার জীবনধারা কি প্রকৃতির, তাহলে আমরা আকৃষ্ট হতে পারব না। আমরা আকৃষ্ট হতে পারব না।

তাই এখানে তারা বলছেন যে **গতাসূনগতাসূংশ্চ**। সেখানে দুই, দুই প্রকার দেহ আছে যেখানে এখন আমরা প্রবেশ করেছি। এখন, মনে কর এই স্থুল দেহের মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো এবং মৃত্যু হয়ে গেল, নিবৃত্ত হল, কিন্তু কাউকে অবশ্যই জানতে হবে যে সূক্ষ্ম দেহ তাকে অন্য দেহে বহন করে নিয়ে গিয়েছে। তাই সূক্ষ্ম দেহ প্রাণহীন নয়। তা প্রাণময়। তাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে স্থূল বা সূক্ষ্ম উভয় দেহই ত্যাগ করতে হবে। যখন তোমরা মুক্তি লাভ করবে, যখন তোমরা মুক্তি লাভ করবে, ঐ সূক্ষ্ম দেহ, ঐ অহংবাদী জীবন, সেটিও ত্যাগ করতে হবে। এখন, যে কোন অবস্থায়, দেহ ত্যাগ করতেই হবে। তাই কেন এই দেহের জন্য কান্না করবে ? সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে "একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এই দেহের জন্য শোক করেন না"।

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন – spss.ekadashi@gmail.com
ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ
What's app - +918007208121